২০-১১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণ রূপী ওষুধের দ্বারা নিজেকে চির সুস্থ বানাও, স্মরণ আর স্বদর্শন চক্র ঘোরানোর অভ্যাস করো, তাহলেই বিকর্মজিত হতে পারবে"

প্রশ্ন :-- যে বাচ্চাদের সর্বদা নিজের উন্নতির খেয়াল থাকে, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :-- তাদের প্রতিটি কাজ শ্রীমতের আধারে হবে । বাবার শ্রীমত হলো -- বাচ্চারা, দেহ - ভাবে এসো না, স্মরণের যাত্রার চার্ট রাখো । নিজের হিসেব - নিকেশের পোতামেল রাখো । চেক করো - কতটা সময় আমি বাবার স্মরণে থেকেছি, কতটা সময় কাকে বুঝিয়েছি ?

গীত :-- তুমি প্রেমের সাগর....

ওম্ শান্তি । এখানে যখন বসো, তখন বাবার স্মরণে বসতে হবে । মায়া অনেককেই স্মরণ করতে দেয় না কেননা দেহ - ভাব থাকে । কারোর মিত্র - সম্বন্ধী, কারোর আবার খাওয়া - দাওয়া ইত্যাদির কথা স্মরণে আসতে থাকে । এখানে যখন সবাই আসো তখন বাবার আহ্বান করা উচিত । লক্ষ্মীর পূজা হলে যেমন লক্ষ্মীকে আহ্বান করে, কোনো লক্ষ্মী কিন্তু আসে না । এ কথা শুধুই বলা হয়, তেমন তোমরাও বাবাকে স্মরণ করো অথবা আহ্বান করো, এ একই কথা । এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে । অনেকের ধারণা হয় না, কারণ বিকর্ম তো অনেক করেছে, যেই কারণে বাবাকেও স্মরণ করতে পারে না । বাবাকে যতো স্মরণ করবে, ততই বিকর্মজিত হবে, সুস্বাস্থ্য পাবে । এ খুবই সহজ কিন্তু মায়া বা পূর্বের বিকর্ম বাধা দেয় । বাবা বলেন যে, তোমরা অর্ধকল্প অযথার্থ স্মরণ করেছো । এখন তো প্রত্যক্ষভাবে আহ্বান করো, কারণ তোমরা জানো যে তিনি আসবেন এবং মুরলী শোনাবেন । এই স্মরণের অভ্যাস কিন্তু হয়ে যাওয়া চাই । সদা সুস্থ বানানোর জন্য সার্জন ওষুধ দেন যে, আমাকে স্মরণ করো । এরপর তোমরা আমার সঙ্গে এসে মিলিত হবে । আমাকে স্মরণ করলেই আশীর্বাদী বর্সা পাবে । বাবা এবং সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে । যেখানে যেতে হবে, তা বুদ্ধিতে রাখতে হবে । বাবা এসেই এই প্রকৃত খবর দেন, আর কেউই প্রকৃত ঈশ্বরের খবর দেয় না । ওরা তো এখানে স্টেজে অভিনয় করতে আসে, আর ঈশ্বরকে ভুলে যায় । তারা ঈশ্বরের সন্ধান রাখেন না । বাস্তবে তাদের পয়গম্বর বা ম্যাসেঞ্জার বলা যাবে না । এই নাম তো মানুষ দিয়েছে । তাঁরা তো এখানে আসেন, তাঁদের তো এই অভিনয় করতেই হবে । এখন তাহলে স্মরণ কিভাবে করবে ? এই অভিনয় করতে করতে পতিত হতেই হবে । অবশেষে অন্তিম সময়ে পবিত্র হতে হবে । পবিত্র তো বাবা এসেই বানান । বাবার স্মরণেই পবিত্র হতে হবে । বাবা বলেন যে, পবিত্র হওয়ার একটাই উপায় -- দেহ সহিত, দেহের যা কিছু সম্বন্ধ আছে, তা ভুলে যেতে হবে ।

তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা স্মরণের আদেশ পেয়েছি । সেই নির্দেশে চললেই আজ্ঞাকারী বলা হবে । যে যতটা পুরুষার্থ করে, ততটাই আজ্ঞাকারী হয় । স্মরণ কম করলে কম আজ্ঞাকারী হয় । আজ্ঞাকারী সন্তান উঁচু পদ পায় । বাবার নির্দেশ হলো - এক তো আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো, দ্বিতীয় এই জ্ঞানকে ধারণ করো । স্মরণ না করলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকলে অনেক সম্পদ পাবে । ভগবান উবাচঃ - আমাকে স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও অর্থাৎ ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । আমার দ্বারা আমাকে জানো

আর সৃষ্টির সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের চক্রও জানো । এই দুটি বিষয়ই মুখ্য । এর উপরই অ্যাটেনশন দিতে হবে । শ্রীমতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিলে উঁচু পদ পাবে । তোমাদের দয়ালু হতে হবে, সবাইকে পথ বলে দিতে হবে, সকলের কল্যাণ করতে হবে । মিত্র - সম্বন্ধী ইত্যাদিদের প্রকৃত যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে । সে হলো শরীরের যাত্রা আর এ হলো রুহানী যাত্রা । এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান কারোর কাছেই নেই । ওগুলো হলো সব শাস্ত্রের ফিলসফি । এ হলো রুহানী ঈশ্বরীয় জ্ঞান । সুপ্রীম আত্মা এই জ্ঞান দেন, আত্মাদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ।

কোনো - কোনো বাচ্চা এখানে এসে বসে, কেউ আবার বাধ্য হয়েও বসে । নিজের উন্নতির কোনো খেয়ালই নেই । দেহ - ভাব অনেক বেশী । দেহী - অভিমানী হলে দয়ালু হবে এবং শ্রীমতেও চলবে । অনেকেই আজ্ঞাকারী নয় । বাবা বলেন যে - নিজেদের চার্ট লেখো, তোমরা কতটা সময় স্মরণ করো ? কোন্ - কোন্ সময়ে স্মরণ করো । আগে তোমরা চার্ট রাখতে । আচ্ছা, বাবাকে না দিলে, নিজেদের কাছে তো চার্ট রাখো । নিজেদের মুখ দেখতে হবে - আমরা লক্ষ্মীকে বরণের যোগ্য হয়েছি কি ? ব্যবসায়ী মানুষেরা নিজেদের কাছে পোতামেল রাখে, কোনো - কোনো মানুষ নিজেদের সারাদিনের দিনচর্যা লেখে । এই লেখার একটা ইচ্ছা রাখে । এই হিসেব - নিকেশ রাখা তো খুব ভালো কথা যে, কতটা সময় আমরা বাবাকে স্মরণ করি ? কতটা সময় কাকে বুঝিয়েছি ? এমন চার্ট রাখলে অনেক উন্নতি হবে । বাবা মত দেন যে, এমন - এমন করো । বাচ্চাদের নিজেদের উন্নতি করতে হবে । মালার দানা যারা হবে, তাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । বাবা বলেছিলেন - ব্রাহ্মণদের মালা এখন তৈরী হবে না, অন্তিম সময় তৈরী হবে, যখন রুদ্রের মালা তৈরী হবে । ব্রাহ্মণদের মালার দানার পরিবর্তন হতে থাকে । আজ যারা তিন বা চার নম্বরে আছে, কাল তারা শেষের দিকে চলে যায় । কত তফাত হয়ে যায় । কারোর যদি অধোগতি হয় তো, দুর্গতি হয়ে যায় । মালায় তো স্থান পায় না, এমনকি প্রজাতেও সম্পূর্ণ চণ্ডাল হয়ে যায় । মালাতে যদি গ্রথিত হতে হয়, তাহলে তারজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে । বাবা খুব ভালো রায় দেন - নিজের উন্নতি কিভাবে করবে ? তিনি সবার জন্য বলেন । কেউ যদি বাকহীনও হয়, তবুও ইশারাতেই কাউকে বাবার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে । যারা মুখে বলবে অনেকসময় তাদের থেকেও ভালো বোঝাতে পারে । অন্ধ, প্রতিবন্ধী যাই হোক্ না কেন, সুস্থদের থেকেও ভালো পদ পেতে পারে । এক সেকেন্ডেই ইশারা দেওয়া যেতে পারে । সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন তো আছে, তাই না । বাবার হলেই অবিনাশী বর্সা তো পেয়েই যাবে, তাই না । এরপর তাতে নম্বর অনুসারে পদ তো অবশ্যই আছে । বাচ্চার জন্ম হলেই সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায় । এখানে তোমরা আত্মারা তো হলেই পুত্র সন্তান । তাই বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সার অধিকার নিতে হবে । এখানে সবকিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । এরপর বলবে, আগের কল্পেও এমনই পুরুষার্থ করেছিলাম । এ হলো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ । পাণ্ডবদের তো মায়া রাবণের সঙ্গেই লড়াই ছিলো । কেউ তো পুরুষার্থ করে বিশ্বের মালিক, ডবল মুকুটধারী হয়, কেউ আবার প্রজাতে চাকর - বাকরও হয় । সকলেই এখানে পড়ছে । এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, অ্যাটেনশন অবশ্যই সামনের দানার দিকেই যাবে । আট দানাতে কিভাবে আসে, তা পুরুষার্থের দ্বারাই জানা যায় । এমন নয় যে, তিনি অন্তর্যামী তাই সকলের মনের কথা পড়তে পারেন । তা নয়, অন্তর্যামী মানে, যিনি সব জানেন । এমন নয় যে, তিনি বসে সকলের মনের কথা জানতে পারেন । 'জানি জানানহার' অর্থাৎ নলেজফুল । তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন । এক একজনের মনকে তিনি থোড়াই বসে জানবেন । আমাকে কি থট রিডার মনে করেছো ? আমি 'জানি - জানানহার' অর্থাৎ নলেজফুল । অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকেই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্ত

বলা হয় । এই চক্র কিভাবে রিপিট হয়, আমি সেই রিপিটেশনকে জানি । বাচ্চারা, সেই জ্ঞানই আমি তোমাদের পড়াতে আসি । প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, কে কতটা সার্ভিস করছে আর কতটা পড়ছে ? এমন নয় যে, বাবা বসে এক একজনের কথা জানতে পারেন । বাবা থোড়াই বসে এমন কাজ করবেন । তিনি তো সর্বজ্ঞ, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, নলেজফুল । তিনি বলেন যে, তিনি মনুষ্য সৃষ্টির আদি – মধ্য, অন্ত আর যারা মুখ্য অভিনেতা তাদের জানেন । বাকি তো অনন্ত রচনা । এই 'জানি – জানানহার' অক্ষর তো পুরানো । আমি তো যে জ্ঞান জানি তাই তোমাদের পড়াই । বাকি তোমরা কি কি করো তা সারাদিন বসে দেখবো কি ? আমি তো সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাতে আসি । বাবা বলেন, বাচ্চারা তো অনেকেই, আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়েছি । আমার সমস্ত কাজই বাচ্চাদের সঙ্গে । যে আমার সন্তান হয়, আমি তারই বাবা হই । তারপর সে নামমাত্র সন্তান নাকি প্রকৃত সন্তান, তা আমি বুঝতে পারি । এ প্রত্যেকের জন্য পড়া । শ্রীমত অনুযায়ী অভিনয়ে আসতে হবে । কল্যাণকারী হতে হবে । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বৃহস্পতিকে বৃক্ষপতি ডে বলা হয় । বৃক্ষপতি বা শিব, হলো তো একই । গুরুবারের দিন স্কুলে গেলে গুরু করে । যেমন সোমনাথের দিন সোমবার, শিববাবা সোমরস পান করান । এমনিতে তাঁর নাম তো শিব কিন্তু পড়ান, তাই সোমনাথ বলে দিয়েছে । রুদ্রও সোমনাথকেই বলা হয় । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন তাই জ্ঞান দাতা হয়ে গেছেন । অনেক নামই রেখে দিয়েছে । তাই এই কথাই বোঝানো হয় । শুরুর থেকেই এই এক যজ্ঞ চলে, কেউই জানে না যে, সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টির সামগ্রী এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যাবে । যাই মানুষ আছে, যা কিছুই আছে, তত্ব সহিত সব কিছুরই পরিবর্তন হতে হবে । এও বাচ্চাদের দেখতে হবে,যারা দেখবে তাদের অনেক মহাবীর হতে হবে । যা কিছুই হবে, ভুলবে না । মনুষ্য তো হায় – হায়, ত্রাহি – ত্রাহি করতে থাকবে । প্রথমে তো বোঝাতে হবে – তোমরা সামান্য এইটুকু তো বোঝো, সত্যযুগে একই ভারত ছিলো, মানুষ খুব অল্প ছিলো, এক ধর্ম ছিলো, এখন কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত কত ধর্ম হয়েছে । এ কত পর্যন্ত চলবে ? কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ হবে । এখন এই সত্যযুগের স্থাপনা কে করবেন ? রচয়িতা তো একমাত্র বাবাই । সত্যযুগের স্থাপনা এবং কলিযুগের বিনাশ হয় । এই বিনাশ সামনে উপস্থিত । এখন তোমরা বাবার কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান পেয়েছো । এই স্বদর্শন চক্র তোমাদের ঘোরাতে হবে । বাবা এবং বাবার রচনাকে স্মরণ করতে হবে । এ কত সহজ কথা ।

গীত :-- তুমি প্রেমের সাগর ----ছবিতে জ্ঞানের সাগর, খুশীর সাগর লেখা হয়, সেখানে ভালোবাসার সাগর অক্ষর অবশ্যই আসা উচিত । বাবার মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা । সর্বব্যাপী বলে সেই মহিমাকেই সম্পূর্ণ শেষ করে দেয় । তাই ভালোবাসার সাগর এই অক্ষর অবশ্যই লিখতে হবে, এ হলো বেহদের মা – বাবার ভালোবাসা, যাঁর জন্য গাওয়া হয়, তোমার কৃপাতেই চরম সুখ, কিন্তু কিছুই জানে না । বাবা এখন বলছেন, তোমরা আমাকে জানলে সবকিছুই জেনে যাবে । আমিই তোমাদের সৃষ্টির আদি – মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান বুঝিয়ে বলবো । এক জন্মের কথা নয়, সমস্ত সৃষ্টির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা জানেন, তাহলে বুদ্ধিতে কতটা আসা উচিত । যারা দেহী – অভিমানী হয় না, তাদের ধারণাও হয় না । সমস্ত কল্প ধরে দেহ বোধ চলে আসছে । সত্যযুগেও পরমাত্মার জ্ঞান থাকে না । এখানে অভিনয় করতে এসে পরমাত্মার জ্ঞান ভুলে গেছে । এ তো বুঝতেই পারো যে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । সত্যযুগে কিন্তু দুঃখের কোনো কথা নেই । এ হলো বাবার মহিমা, তিনি জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর । এক ফোঁটাই হলো মনমনাভব, মধ্যাজী ভব --- এ পেলে আমরা বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে চলে যাই । কথিত আছে যে – স্বর্গে দুধ – ঘিয়ের নদী বয়ে চলে । এ সবই হলো মহিমা । বাকি থোড়াই দুধ – ঘিয়ের নদী হতে পারে । বর্ষায়

তো জলই বেরোবে । ঘি কোথা থেকে আসবে । এ কথা সুন্দর বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে । তোমরা এও জানো যে, স্বর্গ কাকে বলা হয় । যদিও আজমীরে মডেল আছে, তবুও কিছুই বুঝতে পারে না । তোমরা যে কাউকেই বোঝাও না কেন, ঝট করে বুঝে যাবে । বাবার যেমন আদি – মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে তেমনি বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেও এই কথা ঘোরা উচিত । তোমাদের, বাবার পরিচয় দিতে হবে, তাঁর প্রকৃত মহিমা শোনাতে হবে, তাঁর মহিমা যে অপরমপার । সবাই এক সমান হতে পারে না । সবাই তার নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে । ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে, দিব্য দৃষ্টির দ্বারা বাবা যা দেখিয়েছেন, তা আবার প্রত্যক্ষ হতে হবে । স্থাপনা আর বিনাশের করাতে থাকেন । অর্জুনকেও দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাত্কার করিয়েছিলেন তারপর তারপর প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন । তোমরাও এই চোখেই বিনাশ দেখবে । তোমরা বৈকুন্ঠের সাক্ষাত্কার করেছো, যখন প্রত্যক্ষভাবে যাবে তখন সাক্ষাত্কার বন্ধ হয়ে যাবে । বাবা কতো ভালো – ভালো বিষয় বোঝান যা বাচ্চারা, তোমাদের অন্যদের বোঝাতে হবে -- ভাই, বোনেরা, তোমরা এসে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নাও ।

বাবা নিরন্তর পাত্রকে সংশোধন করছেন । নীচে সই করছেন, তন – মন – ধনের দ্বারা এই কাজে ঈশ্বরীয় সেবায় উপস্থিত । ভবিষ্যতে মহিমা তো বের হবেই । আগের কল্পে যারা অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছিল, তাদের আসতেই হবে । পরিশ্রম করতেই হবে । এরপর খুশির পারদ চড়তে চড়তে স্থায়ী হয়ে যাবে । তখন আর মুহূর্তে মুহূর্তে ঝিমিয়ে পড়বে না । ঝড় তো অনেকই আসবে, তাকে পার করতে হবে । তোমরা শ্রীমতে চলতে থাকো । সুন্দর ব্যবহারও করতে হবে । যতক্ষণ না সেবার প্রমাণ দেবে ততক্ষণ বাবা এই সেবায় নিয়োগ করতে পারবেন না । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :---

১) শ্রীমতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিয়ে অন্যের কল্যাণ করতে হবে । সবাইকে প্রকৃত যাত্রা করাতে হবে, দয়ালু হতে হবে ।

২) বাবার প্রতিটি নির্দেশকে পালন করতে হবে । স্মরণ বা সেবার চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে । স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে ।

বরদান :-- সত্য মনে সাহেব বাবাকে খুশী করিয়ে রাজযুক্ত (রহস্য), যুক্তিযুক্ত, যোগযুক্ত ভব

বাপদাদার টাইটেল হল দিলওয়ালা, দিলারাম । যারা স্বচ্ছ হৃদয়ের বাচ্চা হয়, তাদের উপর সাহেব বাবা খুশী হয়ে যান । মন থেকে যারা বাবাকে স্মরণ করে তারা সহজেই বিন্দু রূপ হতে পারে । তারা বাবার বিশেষ আশীর্বাদের পাত্র হয়ে যায় । সত্যতার শক্তিতে সময় অনুযায়ী তাদের বুদ্ধি যুক্তিযুক্ত এবং স্বতঃই যথার্থ কার্য করে । ভগবানকে খুশী করেছে তাই প্রতিটা সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্ম যথার্থ হয় । তারা রাজযুক্ত, যুক্তিযুক্ত এবং যোগযুক্ত হয়ে যায় ।

স্লোগান :-- বাবার প্রেমে সদা লীন থাকো, তাহলেই অনেক প্রকারের দুঃখ এবং ধোকার থেকে বাঁচতে পারবে ।